আডডায় হুমায়ুন আজাদ

ভজন সরকার

আমাকে অবাক করে দিয়েই হুমায়ুন আজাদ প্রশ্নটা করলেন,‘‘ বিয়ের আগে কখনো নারী সংগম হয়েছে?’’
প্রশ্নটা শুনে কিছুক্ষন চুপ মেরে থাকলাম । আমার কৃষ্ণকায় মুখখানি প্রশ্নের তীর্যকতায় আরও কালো হয়ে উঠলো । অন্তত হুমায়ুন আজাদের কাছ থেকে সরাসরি এ ধরনে র প্রশ্ন আশা করিনি । যদিও এর আগেও যৌনতা নিয়ে নানা ধরনের খোলামেলা আলাপ সোহরোওয়ার্দী উদ্যানের আডডায় হয়েছে । কিন্তু প্রশ্নের তীর আমার দিকেই সরাসরি - বিস্ময়টা সেখানেই ।
আমার অন্য পাশে বসা বন্ধু ফরিদ্দুজ্জামান আমাকে কনুই দিয়ে গুতো মেরে আমার হতবিহবলতা কাটালো ।
হুমায়ূন আজাদ নিজ থেকেই বলে যেতে থাকলেন ,‘‘ তা হলে অন্তত বুঝতে পারতে পাথর্ক্যটা কোথায় ? জানো তো আমাদের মেয়েদের অরগ্যাজম থাকে প্রাক-বৈবাহিক সম্পর্কে । আমার এক ছাত্রী একদিন এসে বললো, স্যার বিয়ে করেছি । আমি জিজ্ঞেস করলাম , বিয়ের আগে কোন অভিজ্ঞতা ছিলো ? বললো,স্যার ছিলো টুকটাক । কথাটা আমার মনে বেশ দাগ কেটে গেলো । টুকটাক শব্দটার এমন অভিনব প্রয়োগ আগে শুনি নি ।’’
পরক্ষনেই প্রসংগ পালটালেন,‘‘ প্রায় দিন দুপুরেই একটা মেয়ে আমাকে ফোনে নানাধরনের ইসলামী কায়দা কানুন বিষয়ে শিক্ষা দেয় । এই যেমন কোন সূরা পড়লে সংগম দীর্ঘায়ু হয়, কোন সূরা পড়ে সংগম করলে ছেলে সন্তান জন্মে - এই সব আর কি?’’

আমার বন্ধু ফরিদুজ্জামান বললো ,‘স্যার , চারুকলার সামনে ফুটপাতে আজ বিকেলেই এই ধরনের একটা বই দেখছিলাম । তাতে লেখা আছে নারীর গোপনাঙ্গের দিকে তাকালে চোখের জ্যোতি কমে যায় ।’’
আমি পাশ থেকে বললাম, ‘‘স্যার ফরিদের চোখের চশমার রহস্য আজ বুঝে ফেললাম ।’’

পাশ থেকে ফরিদ বলে উঠলো,‘‘ স্যারের চোখেও কিন্তু চশমা । সাবধানে কথা বলিস ।’’

হুমায়ুন আজাদের অভিব্যক্তিতে তেমন পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না । স্বভাবজাত ভঙ্গিতেই বলে যেতে থাকলেন ,‘‘ আমার নারী বইটি কত মোল্লার বৌ গোপনে পড়ে, জানো । আমাকে বলেছে অনেকেই । এই মূর্খ আমলা-কামলারা জানে না , নিষিদ্ধ ঘোষনার দিন রাতেই হয়তো ওদের বৌয়েরা বইটি লুকিয়ে কিনেছে ।’’

তার পর শুরু হোলো, আমলাদের প্রতি হুমায়ুন আজাদের বিদ্রুপাত্মক ম ন্তব্য ,‘‘ একদিন এক মূর্খ সচিব আমাকে বলে,জানেন দেশ ছেড়ে যাবো না বলেই পড়ে রয়েছি দেশে এতদিন । আমি বললাম ,চেষ্টা হয়তো করেছিলেন ,কিন্তু সফল হননি। কিন্তু আমি ষ্ট্যান্ড করেও বাংলা সাহিত্য পড়েছি এই জন্যে যে, চেষ্টাও যেনো না করতে পারি ‘-স্যার বলে যেতে লাগলেন ।

নানা ব্যক্তিগত স্মৃতিচারনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি এসসি সংলগ্ন সোহরোওয়ার্দী উদ্যানের প্রবেশপথের গোলবাঁধানো চত্ত্বরখানি মুখরিত হয়ে উঠতো সন্ধ্যার গোধুলী থেকে রাতের অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত । ডঃ আহমদ শরীফের মৃত্যুর শূন্যতা আমরা প্রায় ভুলে যেতে লাগলাম হুমায়ুন আজাদের নিয়মিত উপস্থিতিতে । রাজনীতি থেকে আডডার মোড় ঘুরে গেলো সাহিত্য নিয়ে কথোপকথনে । আমরা যারা নিয়মিত সাহিত্যের খবরাখবর রাখি; কেউ কেউ একটু আধটুকু লেখালেখিরও চেষ্টা করি, আড্ডা থেকেই উৎসাহ নিয়ে ঘরে ফিরে যাই ।

আমরা ততদিনে একটা কবিতাপত্র বের করেছি । নাম ‘‘ **তড়িত্বান** ’’ । শুধুই কবিতা । একটা থাকবে কবিতার আলোচনা ,‘‘ সময়ের ভাবনা কবিতার ভাবনা’’ । আর ‘‘দূরের বাদ্য কাছের সুর’’ শিরোনামে ওপার বাংলা থেকে কবিতা । আর ‘স্মরণ ‘ পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিতা থেকে প্রতি সংখ্যায় একটি করে কবিতা । হুমায়ূন আজাদকে প্রথম সংখ্যা দিলাম । আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিতা নেয়া হয়েছে আমার প্রিয় কবি শহীদ কাদরীর ‘‘ সঙ্গতি ’’ । ওপার বাংলার কবিতা পর্যায়ে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা সমীর রায়ের ,‘‘ টাকা মাটি মাটি টাকা ’’, তারাপদ রায়ের ,‘‘ ভাল আছ, গরীব মানুষ?’’, আর বিশ্বনাথ পালের ,‘‘ বন্ধ কারখানার শ্রমিককে ’’ । নিজে সম্পাদক হিসেবে ‘‘সময়ের ভাবনা কবিতার ভাবনা’’ লিখেছি নিজেই । আর কবিতা লিখেছেন মোজাফফর আহমেদ, সুনীল শীল,নাহার জাহিদ, ভজন সরকার , ফরিদ্দুজ্জামান , নভেদ আফ্রিদি, আবদুল আউয়াল,শ্রীকান্ত কানাইয়া, জাহাঙ্গীর কবির, মহিউদ্দিন আকবর । সবাই নতুন আর অখ্যাত কবি । পরের দিন আড্ডায় স্যারের মন্তব্যের জন্য আমরা অধীর আগ্রহে কঠোর সমালোচনা হজম করার মানসিকতা নিয়েই প্রস্তুত । হুমায়ুন আজাদ আমাদের সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে কয়েকটি কবিতার প্রশংসা করলেন । অন্তত আমরা কেউই বাংলা সাহিত্যের ছাত্র না হয়েও কবিতার নিখুঁত আঙ্গিক আর বিষয়ের আধুনিকতা কবিতায় মূর্ত করেছি এটাই স্যারের প্রসংশা । সেই সাথে আমাদের দেশে বাংলা সাহিত্যে সর্বনিম্ন -মেধাবী শিক্ষার্থীদের পদচারণা কিভাবে সাহিত্যের মানকে নিচে নামিয়ে আনছে সেই আশঙ্কা । সেদিনের সে সন্ধ্যা আমাদের জন্যে তো অবশ্যই - অনেকের কাছেই কল্পনাতীত । কারণ, প্রচন্ড উন্নাসিক হুমায়ুন আজাদের কাছ থেকে অখ্যাত কবিদের কবিতার ন্যূনতম প্রশংসা - সেটা এককথায় আশ্চর্যতম বিস্ময় ।

রাত নেমে আসলে আমি আর ফরিদ ,স্যারকে নিয়ে টি এসসি পার হয়ে হাকিম চত্বর হয়ে রোকেয়া হলের পাশ দিয়ে শিখ ‘গুরুদুয়ারা’’-র সামনে দিয়ে হেঁটে যাই । সূর্যাস্ত আইন উঠিয়ে নেয়ার জন্য রোকেয়া হলের সামনে ফুটপাতে জোড়ায় জোড়ায় প্রেমিক-প্রেমিকারা বসে থাকে জড়াজড়ি করে । অতি উৎসাহী আমি কখনো কখনো এসবেও প্রজন্মোত্তর প্রগতিশীলতার ভবিষ্যত নিয়ে আশাবাদী হই । হুমায়ুন আজাদ কখনো কখনো সায় দেন ইতিবাচক । ভিসির বাড়ির সামনে কলা ভবনের মাঠে বিরাটাকায় বৃক্ষের পাশে আমরা তিন জন প্রায় নিয়মিত-ই ‘‘ জলবিয়োগ ’’ করি অন্ধকারে । তার পর হুমায়ুন আজাদ ফুলার রোডের দিকে পা বাড়ান , আমি আর ফরিদ আজিমপুরের উদ্দেশ্যে নীল ক্ষেতের দিকে ।

এমনি এক সন্ধ্যায় আমি সবার কাছ থেকে চুপিসারে বিদায় নিয়ে আসলাম । পরের দিন সকালেই প্রবাসের উদ্দেশে আমার গন্তব্য । আমি যদিও জানি, এটা সেই বুহ্য যেখান থেকে আর ফেরা হবে না কোন দিন । কিন্তু ফেরার ক্ষীনতম আশা ছিলো বলেই কী কাউকে না বলেই আমার এই পলায়ন ? কিংবা সংকোচের সেই চিরায়ত বিহ্বলতা হুমায়ুন আজাদের সামনে । যিনি প্রবাসী জীবনকে এড়িয়ে চলাতেই গর্ব করতেন । অথচ, হুমায়ুন আজাদকেই চলে যেতে হোলো একা নিঃসংগ -প্রবাসেই । তাই ভাবি, সেদিনের সে প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় আমাদের বিদায়টা হওয়া উচিত ছিলো আরও সাহসী । আরও খোলামেলা । কে জানে , এই প্রবাসেই হয়তো আমাকেও চলে যেতে হবে নিভৃতে-নিঃসংগে হুমায়ুন আজাদের মতই?

।। জুন ৫,২০০৮ । নায়েগ্রা ফলস , কানাডা ।।